যুগান্তর

তারিখ 2 9 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের দুই দফা দাবি

বগুড়া শেরপুর মাগুরায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ গুলি : আহত দুই শতাধিক

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়া, শেরপুর, মাগুরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শনিবার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পুলিশ সদস্যসহ ১৭০ ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের 'ইঞ্জিনিয়ারের মর্যাদা' প্রদানসহ দুই দফা দাবিতে মানববন্ধন ও অধ্যক্ষের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের (বাকাছাপ) ডাকে শনিবার রাজধানীসহ সারাদেশে এ কর্মসূচি [illegible] সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

সংঘষ : শেরপুর মাগুরায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দাবি আদায়ে আজ থেকে শুরু হওয়া ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সমাপনী পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি। বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাজীবী ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। তাদের অপর দাবি হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি।

যুগান্তর ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বগুড়া : বগুড়ায় বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদ (বাকাছাপ) জেলা শাখা শনিবার দুপুরে শহরের শাভিতপুর এলাকায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউশনের সামনে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ ও গাড়ি ভাংচুর করেছে। এ সময় শত শত শিক্ষার্থী পুলিশের ওপর হামলা করলে দু'পক্ষে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ২৩ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ১৪টি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে। এতে তিন ছাত্র গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধদের শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও পলিটেকনিকেলের শিক্ষকরা দাবি করেছেন, এ ঘটনার নেপথ্যে ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) নেতাদের উসকানি ছিল। তারা তাদের স্বার্থ রক্ষায় ছাত্র সংগঠন বাকাছাপের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করেছে। তবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান শাহীন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন সরকার বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে শিক্ষকরা একমত। আইডিইবির দাবি বাস্তবায়নে বাকাছাপ আন্দোলন করছে। শান্তিপূর্ণ আলোচনা শেষে রাস্তায় গিয়ে গাড়ি ভাংচুর করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে তার প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্র আহত হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থীরা হলেন— বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র নাটোরের লালপুরের আবদুল খালেকের ছেলে সোহেল রানা, সিভিল সপ্তম পর্বের ছাত্র সিরাজগঞ্জের বেলকুচির তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে সম্রাট আলী ও একই বিভাগের শিক্ষার্থী টুটুল।

২০০৮ সালের এসআরও বাতিলের দাবিতে বাকাছাপ রোববার পূর্ব ঘোষিত ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে শনিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) ও ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারের (ভিটিটিআই) অধ্যক্ষদের অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষের অফিস ঘেরাও করে। এ সময় খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়। পুলিশের মধ্যস্থতায় বাকাছাপের জেলা আহ্বায়ক শাহীন রেজা ও সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম, মূল সংগঠন আইডিইবির জেলা সভাপতি রেজাউল করিম, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান শাহীনসহ কয়েকজন নেতা অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেন সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করেন।

এএসপি (সদর) গাজিউর রহমান সাগর জানান, অধ্যক্ষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা শেষে তারা বাইরে এসে সড়ক অবরোধ, গাড়ি ভাংচুর ও পুলিশের ওপর হামলা চালায়।

শেরপুর : শেরপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট [illegible] ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩০-৪০ পুলিশ সদস্যসহ দেড় শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছেন।

এ সময় ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। আহত পুলিশ সদস্যদের শেরপুর সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ ছাত্রকে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা পুলিশের গ্রেফতার আতংকে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা নিচ্ছে।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে। এছাড়া বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ইন্সটিটিউট ও পুলিশের দুটি গাড়ি ভাংচুর করেছে।

বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত থেমে থেমে কয়েক দফায় ভাংচুর, সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার কারণে শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। ফলে ওই মহাসড়কে যাতায়াতকারী যাত্রীদের বিপাকে পড়তে হয়। প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর বিকাল ৪টা থেকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শেরপুরের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সার্কেল শাহাবুদ্দিন সিকদার জানান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের অনুরোধ করা সত্ত্বেও ছাত্ররা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিম্মি করে ইন্সটিটিউটে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। সেসময় ইন্সটিটিউটের বাইরে অবস্থান নেয়া পুলিশের ওপর বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পলিটেকনিকের গাড়ি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মূল্যবান যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, দরজা-জানালার গ্লাস, পানির ট্যাংকি, চেয়ার-টেবিলসহ আসবাবপত্র ভাংচুর করেছে।

আহত ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম শাহান জানান, আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট ছোড়ে। এতে কমপক্ষে শতাধিক ছাত্র আহত হয়।

মাগুরা : মাগুরা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ছাত্ররা মাগুরা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের ইটখোলা এলাকায় শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে।

পুলিশ বেলা ১১টার দিকে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে ধাওয়া দিলে ছাত্ররা দুটি যাত্রীবাহী বাসে ভাংচুর করে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ ২০ রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করলে ১০ ছাত্র আহত হয়। পরে শত শত ছাত্র ধাওয়া করলে পুলিশ পিছু হটে জেলখানার সামনে অবস্থান নেয়। উত্তেজিত ছাত্ররা বেপরোয়া হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিতে থাকে। পরে পুলিশ ও সাংবাদিকরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করলে তারা অবরোধ তুলে নেয়।